বাজি দূষণ ও করোনা

বাজি পোড়ানো নিয়ে বিতর্ক চলছে গত দু-তিন দশক যাবৎ, যদিও বাজির ইতিহাস যথেষ্ট পুরোনো। চিনে দু'হাজার বছরের বেশি, ভারতবর্ষে প্রায় সাতশো বছর, যখন বারুদের প্রচলন হলো। বাজি পোড়ানোর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমার সূচনা শব্দ নিয়ে। পরবর্তী সময়ে বায়ু দূষণের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত ফুসফুস ও কার্ডিও-ভাস্কুলার রোগের প্রাবল্য এবং এর স্বপক্ষে একরাশ পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বাজি-দূষণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাজি-দূষণের সঙ্গে উৎসবের বড়ই সু-সম্পর্ক। উৎসবের আনন্দ বর্ধনের এক নিদারুন প্রক্রিয়া হলো উৎকট শব্দ সৃষ্টি। আলোর ফুলকি, আলোর বিচ্ছুরণ, আলোকমালা ও রঙ্-বেরঙের আলোর ডিজাইন অবশ্যই নয়নাভিরাম। কিন্তু বাজি যদি তার উৎস হয়, তাহলে এই আলো আর বিকট শব্দের অপরিহার্য সহচর হিসাবে চলে আসে প্রবল বায়ু দূষণ। বাজি বানানোর উপকরণ হল নানাপ্রকারের রাসায়নিক - কিছু সৃষ্টি করে শব্দ, আর কিছু সৃষ্টি করে আলোর বাহার – যেমন অঙ্গারকণিকা, সালফার, ফসফরাস, সোডিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম ক্লোরেট ও পারক্লোরেট এবং বেশ কিছু বিষাক্ত ধাতু। এর মধ্যে থাকে লিথিয়াম, স্ট্রনসিয়াম (যা থেকে লাল রং-এর স্ফূরণ হয়), বেরিয়াম (সবুজ আলো), তামা (নীল আলো), অ্যালুমিনিয়াম (শ্বেতশুভ্র, তীব্র ঔজ্বল্য), আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সীসা এবং আরো অনেক কিছু। বাজি পোড়ানোর সময় স্বাভাবিকভাবে নির্গত হয় এই সব ধাতুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা - যা অতীব বিষাক্ত, অঙ্গার-কণিকা, সূক্ষ ধূলিকণা (বিজ্ঞানের পরিভাষায় যা PM ১০ এবং PM ২.৫ নামে পরিচিত), এবং প্রভূত পরিমাণ বায়বীয় দূষক, যেমন সালফার, ফসফরাস ও নাইট্রোজেন অক্সাইড, অতি বিষাক্ত জৈবযৌগ আরো অনেক কিছু। রোগ এবং রোগীর উপর রয়েছে এর অপরিহার্য এবং মারাত্মক প্রভাব।

বর্তমান সময়ে জনজীবনে ও জীবনযাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল অবদান একদিকে যেমন আমাদের এক কল্পলোকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে এসেছে অনেক না-জানা সমস্যা। প্রাদুর্ভাব হয়েছে নান রোগের-যার সামনের সারিতে রয়েছে বিভিন্ন ভাইরাস-ঘটিত রোগ, যার চূড়ায় স্থান করে নিয়েছে কোভিড-১৯। এর পছন্দের আক্রমণস্থল হলো ফুসফুস ও শ্বাসনালী। যথারীতি বায়ুদূষণ হয়ে উঠেছে কোভিড-এর প্রাণসখা। কোভিড অতিমারীর প্রথম দিকেই হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল এবং T H Chan স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এর প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়েছে মানহাট্টান-এ সূক্ষ ধুলিকণা প্রতি ঘনমিটারে এক মাইক্রোগ্রাম কম হলে কোভিড-এ মৃতের সংখ্যা কমে যেত। পরীক্ষালব্ধ তথ্য, আনুমানিক নয়। ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি-র জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়েছে বায়ুদূষণে বিশ্বে কোভিড-মৃত্যু বেড়েছে শতকরা ১৫ ভাগ, পূর্ব-এশিয়াতে যা শতকরা ২৭ ভাগ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক আলোচনায় একই সতর্কবার্তা জানানো হয়েছে।

গত তিন-চার মাসে প্রকাশিত কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে বায়ুদূষণ কোভিড-এর প্রসার অনেকটাই ত্বরান্বিত করে। কোভিড-আক্রান্ত ব্যক্তির নাক-মুখ থেকে নির্গত ভাইরাস-নিষিক্ত লালা-কণা বাতাসের ধুলিকণাকে আশ্রয় করে ধাবমান হয় এবং অনতিবিলম্বে বিনা বিচারে সম্মুখস্থ মানবদেহে আতিথ্যগ্রহণ করে। বাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে ধূলিকণা এবং অন্যান্য দূষকের প্রভূত বৃদ্ধি পরীক্ষিত সত্য। সূক্ষ ধূলিকণা -যা কোভিড-এর প্রাণের বন্ধু - প্রায় চল্লিশ গুণ বেড়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। ধূলিকণা ছাড়াও বিষাক্ত ধাতুকণা যে কোভিড-এর প্রভাবকে যে আরো ধ্বংসাত্মক করে তুলবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইতিমধ্যে কিছু রাজ্য বাজি নিষিদ্ধ করেছে। আদালত এই বিষয়ে উপযুক্ত মনোভাব গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় বাজি পুড়িয়ে উৎসব শব্দময় ও বর্ণময় করার এই জননিপীড়ন-এর এবং রোগীর যন্ত্রণা আরো দুঃসহ করার অমানবিক অভ্যাস অনতিবিলম্বে অতীতের ঘটনায় পর্যবসিত হবে। এর সাথে হ্রাস পাবে কোভিড সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার।

তাই, আসুন সমস্ত ধরনের বাজি পোড়ানো থেকে আমরা বিরত থাকি, পাশাপাশি, বায়ুদূষণ ও করোনার বাড়বাড়ন্ত থেকেও পরিবেশকে রক্ষা করি। পরিবেশকে নির্মল ও দূষণ মুক্ত রাখার অঙ্গীকার করি ।

.....

পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (PASE), বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অরগানাইজেশন (জীকো), কোচবিহার, প্রতাপদীঘি লোকোবিজ্ঞান সংস্থা, বি.এস ফাউন্ডেশন, সটিলাপুর, প্রধান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বালিসাই,পূর্ব মেদেনিপুর, নদীয়া নেচার ফ্রাস্ট, নদীয়া পরিবেশ মঞ্চ, পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর, তপন দিঘি ও পরিবেশ সুরক্ষা সমিতি, দঃ দিনাজপুর, কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদী বাঁচাও কমিটি, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ, গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইন্সটিটিউট, মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চ, বাদকুল্লা বিজ্ঞান পরিষদ, জংশন ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন, আলিপুরদুয়ার, মাঝের ডাবরি অঞ্চল নাগরিক মঞ্চ, আলিপুরদুয়ার, প্রকৃতি, চুঁচুড়া ,বালিঘাই নারায়ণ চন্দ্র রানা সায়েন্স ক্লাব ,পূর্ব মেদিনীপুর , কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রচারিত।

যোগাযোগ e.mail bijnandarbar1980@gmail.com M.7980121478 date 28.10.2021